তারিখ 14 JUL 2005
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ভোরের কাগজ

দারিদ্র্য ও শিক্ষা শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা

মানসম্মত শিক্ষাদানে রাষ্ট্র পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে

কাগজ প্রতিবেদক : গত কয়েক বছরে আমাদের দেশে শিক্ষিতের হার কিছুটা বাড়লেও মানসম্মত শিক্ষাদানে রাষ্ট্র আজ পুরোপুরি ব্যর্থ। কিন্তু সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে না পারলে দারিদ্র্য বিমোচন কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

গতকাল বুধবার রাজধানীর এলজিইডি ভবনে শিক্ষা ক্ষেত্রে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের জোট গণসাক্ষরতা অভিযান আয়োজিত 'দারিদ্র্য ও শিক্ষা' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ অভিমত ব্যক্ত করেন। বক্তারা বলেন, রাষ্ট্র যদি মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয় তাহলে প্রয়োজন হবে রাষ্ট্রের চরিত্র পরিবর্তন করা।

এডুকেশন ওয়াচের চেয়ারপারসন ও গণসাক্ষরতা অভিযানের উপদেষ্টা আ ন ম ইউসুফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও বাংলাদেশ উন্নয়ন পরিষদের সভাপতি ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ। বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শওকত আরা হোসেন, প্রশিকার উপ-পরিচালক ড. হারুনুর রশীদ, গণসাক্ষরতা অভিযানের পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, সেভ দ্য চিলড্রেনের ম. হাবিবুর রহমান, কোস্টাসের মোস্তফা কামাল, ড. আহমেদুল্লাহ মিয়া, ব্র্যাকের কবির আহমেদ, স্বনির্ভর বাংলাদেশের এম এ রাকিব, জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরামের স্বপ্না, কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওরের স্যামসন দাশ, উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের শিক্ষা প্রধান শমসে আরা হাসান।

মূল প্রবন্ধে ড. খলীকুজ্জমান বলেন, সাক্ষরতার হার নিয়ে রয়েছে বড়ো ধরনের বিভ্রান্তি। সরকার বলে একটা, দাতা সংস্থারা বলে আর একটা। তিনি বলেন, দেশে ১৫ বছরের বেশি বয়সের মানুষের ৫০ ভাগ এখনো অশিক্ষিত।

শিক্ষা ক্ষেত্রে সরকারের অর্থায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এ খাতে বরাদ্দ অপ্রতুল। উপবৃত্তির নামে যা বরাদ্দ হয় তা চুরি হয়ে যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠী মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। ফলে গ্রামের সঙ্গে শহরের ব্যবধান বাড়ছেই।

শওকত আরা হোসেন বলেন, দেশে শিক্ষা পণ্যে পরিণত হয়েছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে শিক্ষার সম্পর্ক।

ড. হারুনুর রশীদ দরিদ্র মানুষের শিক্ষা বঞ্চনার কথা উল্লেখ করে বলেন, বাড়ির ওপর দিয়ে বিদ্যুতের তার চলে গেলেই যেমন বিদ্যুৎ পাওয়া যায় না তেমনি দেশে শিক্ষার আয়োজন করলেও দেখতে হবে সকলে শিক্ষা পেয়েছে কিনা।

রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, বেসরকারি সংস্থাগুলো মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৮ ভাগকে শিক্ষা সুবিধা দিয়ে থাকে। তাই বড়ো দায়িত্ব অবশ্যই সরকারের।